দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 10 AUG 2007 পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

স্কুল পর্যায়ে মনোবিজ্ঞানী নিয়োগে গুরুত্বারোপ

ঢাবিতে সংবাদ সম্মেলনে মনোবিজ্ঞানীরা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন, সাম্প্রতিক সময়ে মহামারী আকারে দেখা দেয়া 'ম্যাস সাইকোজেনিক ডিজরডার' নামের মানসিক ব্যাধির মূলে রয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর অবাঞ্ছিত অতিরিক্ত চাপ। রোগটি মানসিক হলেও রোগীদের শারীরিক চিকিৎসা দিতে দেখা গেছে। যা পুরোপুরি অবৈজ্ঞানিক। এজন্য প্রয়োজন ছিল রোগীকে মানসিক চিকিৎসা দেয়া। এমনকি সরকার ঘোষিত সতর্ক বার্তায়ও মানসিক চিকিৎসার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়নি। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, এ রোগ প্রতিরোধে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন হতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া এমন হওয়া উচিত, যাতে পরীক্ষাভীতি ও মানসিক চাপ কম হয়। এজন্য শিক্ষাদান পদ্ধতি ও শিক্ষা প্রক্রিয়ার উন্নয়ন প্রয়োজন। একই সাথে গণমনস্তাত্ত্বিক ব্যাধি রোধে স্কুলপর্যায়ে একজন করে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানী নিয়োগ দেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ছাত্র নির্দেশনা ও পরামর্শ দান কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক শাহীন ইসলাম। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শামীম এফ করিম, চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মাহমুদুর রহমান, বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী ড. মেহতাব খানম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, গণমনস্তাত্ত্বিক রোগের প্রাদুর্ভাবের পেছনে মানসিক ও সামাজিক কারণগুলো নির্ণয়ের জন্য সঠিক গবেষণা প্রয়োজন। প্রাথমিক পর্যায়ে এ রোগ দেখা দিলে প্রতিরোধের জন্য সঠিক পদ্ধতি নির্ণয় ও দ্রুত মনোচিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে স্কুলগুলোতে একজন শিক্ষা মনোবিজ্ঞানী বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। সম্মেলনে বক্তারা গণমনস্তাত্ত্বিক ব্যাধি প্রতিরোধে স্কুলগুলো পরিবেশগত মানসিক আবহাওয়া উন্নত করা প্রয়োজন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।